ইরান উত্তেজনার প্রভাব, মার্কিন জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা

ছবি: বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও জ্বালানির বাজারে চাপ বেড়েছে। ইরানকে ঘিরে সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনার তীব্র ধাপ শেষ হয়েছে বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও মন্তব্য করলেও, তার প্রভাব এখনও অর্থনীতিতে রয়ে গেছে। বিশেষ করে জ্বালানির দামে সেই প্রভাব স্পষ্ট।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে প্রতি গ্যালন পেট্রোলের গড় মূল্য বেড়ে ৪.৪৮৩ ডলারে পৌঁছেছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে এই বৃদ্ধি বাজারে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে।

অঞ্চলভেদে দামের পার্থক্যও বেশ চোখে পড়ার মতো। পশ্চিম উপকূলের অঙ্গরাজ্যগুলোতে দাম সবচেয়ে বেশি। ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রতি গ্যালন পেট্রোলের দাম ৬ ডলারেরও ওপরে, আর ওয়াশিংটনেও তা ৫ ডলারের বেশি। এই এলাকাগুলোতে বড় বন্দর ও পণ্য পরিবহণের ওপর নির্ভরতা বেশি হওয়ায় জ্বালানির দাম বাড়লে পরিবহণ ব্যয়ও বাড়ে, যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের খরচে প্রভাব ফেলে।

অন্যদিকে দক্ষিণাঞ্চলে চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন। টেক্সাস ও লুইজিয়ানার মতো অঙ্গরাজ্যে জ্বালানির দাম তুলনামূলক কম, ৪ ডলারের নিচে অবস্থান করছে। কারণ এসব এলাকায় তেল শোধনাগার বেশি, ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী।

এদিকে সামনে আসছে গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ মৌসুম। এই সময় সাধারণত সড়কপথে যাতায়াত বেড়ে যায়, যার ফলে জ্বালানির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। ফলে বাজারে দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ইরান সংকট শুরুর পর থেকে জ্বালানির দাম প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত বেড়েছে। তবে এখনও তা ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ের সর্বোচ্চ রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়নি।

সূত্র: বিবিসি